দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 26 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

১৩

কুমিল্লা জেলার হাজার হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা বঞ্চিত

কুমিল্লা সংবাদদাতা ।। অভিভাবকের দারিদ্র্য, জরাজীর্ণ স্কুলগৃহ, আসবাবপত্রের অভাব, শিক্ষা উপকরণের স্বল্পতা, প্রয়োজনের তুলনায় স্কুলের স্বল্পতা, শিক্ষকের অভাব, যাতায়াতের অব্যবস্থা ও পরিবেশ পরিস্থিতির কারণে ৪০ লক্ষাধিক অধিবাসী অধ্যুষিত ঘনবসতিপূর্ণ কুমিল্লা জেলার হাজার হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত। জানা যায়, জেলার ১২টি থানা এবং দুইটি পৌর সভায় ১ হাজার ৩৩৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৩৭১টি রেজিষ্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত ৭৩২টি এন,জি,ও বিদ্যালয় এবং ৩৮৭টি এবতেদায়ী মাদ্রাসা রহিয়াছে। সরকারী জরীপে স্কুল গমন উপযোগী শিশু ৬-১০ বৎসর বয়সের সংখ্যা ৮ লক্ষ ১০ হাজার ৪৪৭। ১ম হইতে ৫ম শ্রেণীতে ভর্তি আছে ৭ লক্ষ ৬২ হাজার ১৩৬। ইহা খাতার হিসাবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এই সংখ্যা অনেক বেশী। অভিভাবকদের দৈন্যের কারণে বহু শিশু ভর্তি হওয়ার পর আর স্কুলে যায় না। তাহারা রুজি-রোজগারে লাগিয়া যায়। গম পাওয়ার জন্যও বহু সংখ্যক শিশু ভর্তি হয়, কিন্তু গম নেওয়া পর্যন্তই। তাহার পড়াশুনা করে না। বহু স্কুলেই আসবাবপত্রের দারুণ সংকট। দুই শিফটে ক্লাস চলিলেও আসবাবপত্র এবং

(৪র্থ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

কুমিল্লা জেলায়

(৩য় পৃঃ পর)

শিক্ষা উপকরণ সংকট লাগিয়াই থাকে।

বহু স্কুল গৃহ জরাজীর্ণ। উন্নয়ন প্রকল্পাধীন অনেক স্কুলেরই অল্প দিনের মধ্যেই ছাদ চুঁয়াইয়া পানি পড়িতে শুরু করিয়াছে। ছাদে-দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়াছে।

শহর-গ্রাম একই অবস্থা। প্রায় ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নাই। বহু স্কুলে শৌচাগার পর্যন্তও নাই। পানীয়জলের সংকট প্রায় সর্বত্র। অনেক শিক্ষক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ রহিয়াছে।

স্থানীয় অনেক শিক্ষককেই স্কুলের সময় অফিসের কাজে ব্যস্ত থাকিতে দেখা যায়।

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন কার্যকর কমিটি না থাকায় তদারকির অভাবে অনেক অনিয়ম দেখা যায়। নামেমাত্র কমিটি থাকিলেও কোন কার্যকারিতা দেখা যায় না। অনেক সদস্যই জানেন না তাঁহারা কমিটির সদস্য। সক্রিয় কমিটি থাকিলে তদারকির সুবিধা হইবে এবং অনেক অভাব দূর হইবে বলিয়া অভিভাবকগণ মত প্রকাশ করেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের শিক্ষাদান ছাড়াও শিশু গণনা, পলিও টিকা, ভোটার তালিকাসহ বিভিন্ন ধরনের কাজে বৎসরের অর্ধেকেরও বেশী সময় ব্যয় করিতে হয় বিধায় ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া শোনায় দারুণ ব্যাঘাত ঘটে। অবশ্য উপরের নির্দেশ অনুযায়ী সকলকেই পাস করাইতে হয়। শিক্ষিত অভিভাবকগণ বলেন, সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে পাস করিয়া শহরের কোন ভাল উচ্চ বিদ্যালয় ভর্তি হওয়া বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। উল্লেখ্য, প্রাথমিক বিদ্যালয়েও প্রাইভেট পড়াইবার নিয়ম চালু আছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্তব্যপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ এবং তাহাদের বিভিন্ন ধরনের শিক্ষকতা বহির্ভূত কাজ হইতে মুক্ত রাখার প্রয়োজন বলিয়া অভিভাবকগণ মনে করে। বেসরকারী জরিপ হিসাবে দেখা যায়, স্কুল গমনযোগ্য বহু শিশুই স্কুলে ভর্তি হয় না। তার উপর রহিয়াছে হাজার হাজার ঝরিয়া পড়া শিশু। এই জেলায় রেজিষ্ট্রিকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭১টি এবং শিক্ষক সংখ্যা ১ হাজার ৪৮৪। এইসব স্কুলেও প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী রহিয়াছে। কিন্তু এখনও স্কুলগুলি সরকারীকরণ করা হয় নাই। শিক্ষকগণ বেতন পান অনেক কম। জেলায় এন,জি,ও স্কুল সংখ্যা ৭৩২টি। এইসব স্কুলে তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান হয়। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে পড়ান হয় না বলিয়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায় এবং শিক্ষা গ্রহণকারীরা ৪র্থ শ্রেণীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আসিয়া হাবুডুবু খায়। তবে তাহারা সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলায় উন্নত বলিয়া জানা যায়। ফ্লাস্টার ট্রেনিং হইতে শুরু করিয়া এত প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরও প্রাথমিক শিক্ষায় আশানুরূপ উন্নয়ন না ঘটার কারণ সম্পর্কে অভিজ্ঞমহলে প্রশ্ন দেখা দিয়াছে।